বহিরাগতদের দুষছেন উপাচার্য, পুলিশ বলছে ছাত্রদের কাণ্ড

জিয়াউল গনি
সেলিম,রাজশাহী ব্যুরো

14
Shares

১৪ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম
| আপডেট: ১৪ মার্চ ২০২৩
০৯:১৩ এএম

advertisement

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময় সড়ক ও রেলপথে আগুন দেওয়া নিয়ে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার আনিসুর রহমান মনে করেন, আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীরাই দোকানপাটের পাশাপাশি সড়ক ও রেলপথে আগুন দিয়েছেন। অন্যদিকে উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তারের ভাষ্য, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ গড়িমসি করেছে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বহিরাগতরা সহিংসতা চালিয়েছে।

এদিকে রেললাইনে আগুন দেওয়া ও মালামাল চুরির অভিযোগে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। গতকাল রাজশাহী রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন উপসহকারী প্রকৌশলী ভবেশ চন্দ্র রাজবংশী বাদী হয়ে জিআরপি থানায় এ মামলা করেন।

advertisement

আগুন নিয়ে আন্দোলন : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছে। শিক্ষক, সুধী সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজশাহীর সাধারণ মানুষও এর সমালোচনা করছেন। তবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এক ছাত্রের দাবি, তাদের আন্দোলন অহিংসই ছিল। আন্দোলনের মাঝে বহিরাগতরা ঢুকে পড়ে আন্দোলনকে সহিংস করে তুলেছে।

শিক্ষার্থীদের সমালোচনা শুরু হয় একটি ভিডিও সামনে আসার পর। তাতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা পেটাতে পেটাতে বাসের চালককে বাসের বাইরে আনছেন। এরপর বাসচালককে রক্ষায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এলে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে বিনোদপুর বাজারের দোকানপাটে পেট্রল বোমা মেরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একটি পুলিশ বক্সও। এ ঘটনার পরদিন রবিবার দুপুরে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই দিন রাতে আগুন দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া রেলপথেও। এতে রাজশাহীর সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

advertisement

‘নাশকতা চালিয়েছেন ছাত্ররা’ : গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আরএমপি কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দেওয়ায় পুলিশ অ্যাকশনে যেতে পারেনি। গেল দুদিন ধরে যেসব ঘটনা ঘটছে, তা শিক্ষার্থীদের কাছে আশা করা যায় না। রেললাইনের স্লিপারে আগুন দেওয়া, রেললাইনের নাটবল্টু খুলে ফেলা- এগুলো নাশকতার পর্যায়ে পড়ে। উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীরা এ ধরনের নাশকতা করেছেন। তবে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হয়েছে।

‘নাশকতা চালিয়েছে বহিরাগতরা’ : গতকাল দুপুরে পুলিশ কমিশনার গণমাধ্যমে কথা বলার পর নিজ দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে আসেন উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার। সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কমিশনারের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নয়, বহিরাগতরাই পরিস্থিতি জটিল করতে নাশকতা চালিয়েছে। ধাওয়াধাওয়ির একপর্যায়ে পুলিশ রাবার বুলেট এবং ছোররা গুলিবর্ষণ করে। এতে প্রায় ২শ শিক্ষার্থী আহত হয়। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না যে আমাদের এত শিক্ষার্থী আহত হবে। বহিরাগতদের আস্ফালন ছিল। এটা শিক্ষার্থীদের আত্মাভিমানে লেগেছে। পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যাশিত ভূমিকা ছিল না। প্রথম দিকে তারা সচেষ্ট হলে এত ঘটনা হয়তো ঘটত না।’

উপাচার্য বলেন, ‘পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে শুরু করলে শুরুর দিকে পুলিশকে অবগত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাতে গুরুত্ব দেয়নি। পরে অ্যাকশন নিয়েছে।’

আন্দোলনে এত বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী আহত হওয়াকে নজিরবিহীন উল্লেখ করে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদী। তিনি বলেন, ‘প্রথম দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে উপাচার্য বারবার পুলিশকে অনুরোধ করেছিলেন। পুলিশ কোনো অ্যাকশনে যায়নি। পুলিশ অ্যাকশনে গেলে এত শিক্ষার্থী আহত হতো না। এটি অবশ্যই পুলিশের দায়িত্বের গাফিলতি। এই গাফিলতির সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করার দাবি জানাই।’

আগুন দেওয়ার বিষয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী আবদুল মজিদ অন্তর বলেন, ‘আমাদের কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল শেষে ছয় দফা দাবির স্মারকলিপি দেওয়া। সেটাই করছিলাম। এর মধ্যে বহিরাগত কিছু ছেলে ঢুকে গিয়ে আন্দোলন সহিংস করেছে। একপক্ষ রাস্তায় আগুন দিয়েছে, আরেকপক্ষ রেলপথে। এরা কারা, সেটা আমরাও জানতে চাই। তাদের চিহ্নিত করা হোক।’

রেলওয়ের মামলা : চারুকলা গেটের কাছে রেললাইনে আগুন ও সরঞ্জাম চুরির অভিযোগে ‘অজ্ঞাত’ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার তালুকদার বলেন, ‘তারা রেলপথ অবরোধ করে এত যাত্রীকে কষ্ট দিল, এটা খুবই খারাপ কাজ। অন্য জায়গায় এমন হলে বড়জোর ৩০ মিনিট অবরোধ করে। এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা করেছে। এরা কাউকেই মানে না।’

‘শিক্ষার্থীদের আচরণ শেখাতে হয়’ : সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) জেলা সভাপতি আহমেদ সফিউদ্দিন বলেন, ‘ভর্তি হওয়ার পর এখন শিক্ষার্থীদের কোনো ওরিয়েন্টেশন হয় না। ওরিয়েন্টেশন করে তাদের এলাকার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দিতে হয়। আইনকানুন জানাতে হয়। আচরণ শেখাতে হয়। এসব তো কিছুই হয় না। রাবিতে গত ৪০ বছরে অন্তত ১০টি এ ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটে গেল। এখন ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব নেই বলে তারা যে যার মতো সিদ্ধান্ত নেন। কোনো নেতৃত্ব নেই। থাকলে এটা হতো না। এবারের ঘটনা শুরুতেই তৎপর হলে নিয়ন্ত্রণ করা যেত।’

উল্লেখ্য, শনিবার বগুড়া থেকে বাসে করে রাজশাহী আসছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশনের শিক্ষার্থী আলামিন আকাশ। বাসে সিট নিয়ে চালক শরিফুল ও সুপারভাইজার রিপনের সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর গেটে আসার পরেও বিষয়টি নিয়ে ঝামেলা বাধে। এতে স্থানীয় কয়েকজন জড়িয়ে পড়েন। পরে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

14
Shares